রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, ডিসেম্বর ২২, ২০১৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ০৮ পৌষ, ১৪২৩/২২ ডিসেম্বর, ২০১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ০৮ পৌষ, ১৪২৩ মোতাবেক ২২ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতিলাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :–

২০১৬ সনের ৪৬ নং আইন

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর গঠন ও তদ্‌সম্পর্কিত বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর গঠন ও তদ্‌সম্পর্কিত বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল, যথাঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) ইহার প্রয়োগ সমগ্র বাংলাদেশে হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **"অধিদপ্তর"** অর্থ ধারা ৬ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর;

(২) **"ইউনিট"** অর্থ ধারা ১৩ এর অধীন গঠিত কোন ইউনিট;

(৩) **"উপদেষ্টা কমিটি"** অর্থ ধারা ১২ এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা কমিটি;

(৪) **"কর্মচারী"** অর্থ অধিদপ্তর বা কোরের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন স্থায়ী পদে নিযুক্ত কোন কর্মচারী;

(৫) **"কোর" (Corps)** অর্থ ধারা ৩ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর;

(৬) **"ক্যাডেট"** অর্থ ধারা ১৫ এর অধীন তালিকাভুক্ত কোন শিক্ষার্থী;

(৭) **"তালিকাভুক্ত"** অর্থ এই আইনের অধীন কোরে তালিকাভুক্ত;

(৮) **"নির্দেশাবলী"** অর্থ এই আইন বা বিধির অধীন মহাপরিচালক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারীকৃত কোন নির্দেশ;

(৯) **"নির্ধারিত"** অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

(১০) **"বাহিনী"** অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত কোর;

(১১) **"বিধি"** অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(১২) **"মহাপরিচালক"** অর্থ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

(১৩) **"স্বীকৃত বিদ্যালয়", "স্বীকৃত মহাবিদ্যালয়" বা "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়"** অর্থ আপাতত বলবৎ কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩। **বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর গঠন**।—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের অধীন একটি বাহিনী গঠন করিবে যাহা বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (Bangladesh National Cadet Corps) নামে অভিহিত হইবে।

(২) তালিকাভুক্ত সদস্যগণ এবং কোরে নিযুক্ত কর্মচারীগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর গঠিত হইবে।

(৩) কোরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

৪। **বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের লক্ষ্য।**—বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের লক্ষ্য হইবে দেশের স্বীকৃত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এমন সুনাগরিক হিসাবে গড়িয়া তোলা যাহাতে তাহারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশ ও জাতিকে শান্তি ও যুদ্ধকালীন সময় সংগঠিত ও সুশৃঙ্খলভাবে সেবা প্রদানে অগ্রণী ভূমিকা রাখিতে পারে।

৫। **বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—(১) বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের প্রত্যেক তালিকাভুক্ত সদস্য এবং কর্মচারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) দেশের শান্তিকালীন সময় অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুসারে এবং নির্ধারিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে দেশ ও জাতির ক্রান্তিকালে সেবা প্রদানের নিমিত্ত প্রস্তুত থাকা;

(খ) প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট যে কোন দুর্যোগে দেশ ও বিপন্ন জনগণকে সেবা প্রদান করা;

(গ) দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সশস্ত্র বাহিনীর সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করা; এবং

(ঘ) সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যে কোন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা।

(২) সাধারণভাবে কোরের কোন সদস্যকে সক্রিয় সামরিক কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে বাধ্য করা যাইবে না।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রের প্রয়োজনে, এই আইন ও বিধি অনুযায়ী উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত দায়িত্ব পালনে কোরের সদস্যকে সম্পৃক্ত বা নিয়োজিত করা যাইবে।

৬। **বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর গঠন।**—(১) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর থাকিবে।

(২) অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে, এবং প্রয়োজনে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দেশের যে কোন স্থানে ইহার এক বা একাধিক শাখা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যাইবে।

(৩) অধিদপ্তরের জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইবে।

৭। **বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তরের কার্যাবলী।**—(১) বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের প্রশাসন, পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং অধিদপ্তর প্রযোজ্য সকল আইন ও বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক কোর পরিচালনা করিবে।

(২) তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে ডাটাবেজ তৈরি করিয়া কোরের প্রশিক্ষণাধীন ও মেয়াদ উত্তীর্ণ সকল ক্যাডেটের তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে, যাহাতে দেশের ক্রান্তিকালে উক্ত ক্যাডেটগণকে কোরের অধীনে স্বেচ্ছাসেবা প্রদান কাজে সম্পৃক্ত বা নিয়োজিত করা যায়।

৮। **মহাপরিচালক।**—(১) অধিদপ্তরের একজন মহাপরিচালক থাকিবেন, যিনি মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর, নামে অভিহিত হইবেন।

(২) মহাপরিচালক সরকার কর্তৃক সশস্ত্র বাহিনী হইতে নির্ধারিত শর্তে নিযুক্ত হইবেন।

(৩) মহাপরিচালক অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী কর্মচারী এবং কোরের অধিনায়ক (Commander) হইবেন।

৯। **মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও কর্তব্য।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহাপরিচালকের ক্ষমতা ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) তিনি তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব দক্ষতার সহিত সম্পাদন ও বাহিনী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকল্পে নির্দেশাবলি (Instructions) জারি করিতে পারিবেন;

(খ) তিনি অধিদপ্তর ও কোর পরিচালনায় আইন ও বিধি-বিধানের যথাযথ প্রয়োগ ও প্রতিপালন নিশ্চিত করিবেন;

(গ) তিনি অধিদপ্তর ও কোর পরিচালনায় আর্থিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করিবেন এবং অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারীকৃত এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করিবেন;

(ঘ) তিনি অধিদপ্তর ও কোরের কর্মচারীগণকে অভ্যন্তরীণভাবে বদলী ও পদায়ন করিতে পারিবেন।

১০। **মহাপরিচালকের ক্ষমতা অর্পণ।**—মহাপরিচালক, এই আইন ও বিধির অধীন তাহার উপর অর্পিত যে কোন ক্ষমতা বা দায়িত্ব, লিখিত আদেশ দ্বারা, অধিদপ্তর বা বাহিনীর যে কোন কর্মচারীকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

১১। **অধিদপ্তর ও কোরের কর্মচারী।**—(১) সরকার এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অধিদপ্তর ও কোরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) সরকার, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের সহিত পরামর্শক্রমে, কোরের কোন স্থায়ী পদ, সম্মানীর ভিত্তিতে কিন্তু অবৈতনিকভাবে নির্ধারিত শর্ত ও মেয়াদের জন্য পূরণ করিতে পারিবে।

১২। **উপদেষ্টা কমিটি।**—(১) বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য, সময় সময়, সরকার বা, ক্ষেত্রমত, মহাপরিচালককে পরামর্শ বা উপদেশ প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইবে, যথা:—

(ক) সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার ১(এক) জন কর্মচারী;

(গ) শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার ১(এক) জন কর্মচারী;

(ঘ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার ১(এক) জন কর্মচারী;

(ঙ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার ১(এক) জন কর্মচারী;

(চ) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক মনোনীত কর্ণেল বা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদমর্যাদার ১(এক) জন কর্মচারী;

(ছ) সেনা সদর দপ্তর কর্তৃক মনোনীত কর্ণেল বা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদমর্যাদার ১(এক) জন কর্মচারী;

(জ) নৌ সদর দপ্তর কর্তৃক মনোনীত ক্যাপ্টেন বা কমোডর পদমর্যাদার ১(এক) জন কর্মচারী;

(ঝ) বিমান সদর দপ্তর কর্তৃক মনোনীত গ্রুপ ক্যাপ্টেন বা এয়ার কমোডর পদমর্যাদার ১(এক) জন কর্মচারী;

(ঞ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত পরিচালক পদমর্যাদার ১(এক) জন কর্মচারী;

(ট) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক মনোনীত অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার ১(এক) জন কর্মচারী;

(ঠ) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন অধ্যাপক পদমর্যাদার ১(এক) জন শিক্ষক;

(ড) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন অধ্যাপক পদমর্যাদার ১(এক) জন শিক্ষক;

(ঢ) উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মনোনীত অন্যূন অধ্যাপক পদমর্যাদার ১(এক) জন শিক্ষক;

(ণ) কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক মনোনীত অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদার ১(এক) জন কমকর্তা; এবং

(ত) কোরের মহাপরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপদেষ্টা কমিটি, প্রয়োজনে সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক, অনধিক আরো ৩ (তিন) জন ব্যক্তিকে কমিটিতে সহযোজন (Co-opt) করিতে পারিবেন।

(৩) উপদেষ্টা কমিটি প্রত্যেক বৎসরে অন্যূন একটি সভা করিবে এবং সভাপতি কমিটির সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

১৩। **ইউনিট গঠন এবং বিলুপ্তকরণ।**—(১) সরকার দেশের যে কোন স্থান, স্বীকৃত কোন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোরের এক বা একাধিক ইউনিট গঠন করিতে পারিবে যাহার সদস্য স্বীকৃত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হইতে নির্বাচন করা হইবে।

(২) সরকার যে কোন সময় পূর্বে গঠিত ইউনিট বিলুপ্ত, পুনর্গঠিত, সম্প্রসারিত বা পরিবর্তন করিতে পারিবে।

১৪। **কোরের অধীন ডিভিশনসমূহ।**—(১) বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের অধীন নিম্নবর্ণিত ০২(দুই)টি ডিভিশন থাকিবে, যথা:—

(ক) **সিনিয়র ডিভিশন**—যাহাদের তালিকাভুক্তি হইবে কোন স্বীকৃত মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি তদূর্ধ্ব বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীগণের মধ্য হইতে;

(খ) **জুনিয়র ডিভিশন**—যাহাদের তালিকাভুক্তি হইবে কোন স্বীকৃত বিদ্যালয়ের অনূর্ধ্ব এসএসসি বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীগণের মধ্য হইতে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রতিটি ডিভিশনকে মহাপরিচালক, প্রয়োজনে, নারী ও পুরুষ উপ-ডিভিশনে বিভক্ত করিয়া গঠন করিতে পারিবেন।

১৫। **ক্যাডেট তালিকাভুক্তি।**—নির্ধারিত যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে—

(ক) কোন স্বীকৃত মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি তদূর্ধ্ব বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন শিক্ষার্থী সিনিয়র ডিভিশনের ক্যাডেট হিসাবে তালিকাভুক্ত হইতে পারিবেন;

(খ) কোন স্বীকৃত বিদ্যালয়ের অনূর্ধ্ব এসএসসি বা সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন শিক্ষার্থী জুনিয়র ডিভিশনের ক্যাডেট হিসাবে তালিকাভুক্ত হইতে পারিবেন।

১৬। **কমিশন প্রদান, ইত্যাদি।**—কোরের নির্ধারিত কোন পদে নিয়োজিত কোন শিক্ষককে কমিশন প্রদান করা যাইবে এবং কমিশন প্রদানের পদ্ধতি ও শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৭। **অব্যাহতি প্রদান।**—(১) কোরের তালিকাভুক্ত কোন সদস্যকে নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হইলে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে।

(২) মহাপরিচালক, এই আইন বা বিধি সাপেক্ষে, কোন তালিকাভুক্ত সদস্যকে যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক, যে কোন সময়, কোরের তালিকা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

১৮। **শৃঙ্খলা-পরিপন্থি ও অপরাধমূলক কার্য ও ব্যবস্থা।**—(১) যদি কোন কর্মচারী বা ক্যাডেট এই আইন, বিধি বা নির্দেশাবলীর অধীন শৃঙ্খলা-পরিপন্থি কার্য হিসাবে বিবেচিত কোন কার্য করেন, তাহা হইলে—

(ক) সশস্ত্র বাহিনী হইতে সংযুক্তি বা প্রেষণে অধিদপ্তর বা কোরে নিযুক্ত জেসিও এবং এনসিওগণের ক্ষেত্রে নিজ নিজ বাহিনীর আইনের অধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে;

(খ) স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের মধ্য হইতে এই অধিদপ্তর বা কোরে নিয়োগপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে অধিদপ্তর বা কোরের সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গৃহীত হইবে;

(গ) কোরের ক্যাডেটগণের ক্ষেত্রে কোরের সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে; এবং

(ঘ) প্রেষণে নিয়োজিত বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস-এর ক্যাডারভুক্ত বেসামরিক কর্মচারী ও বিএনসিসির স্থায়ী পদে কর্মরত অসামরিক কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রচলিত ও প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোরের কোন তালিকাভুক্ত সদস্য বা অধিদপ্তর বা কোরে প্রেষণে বা স্থায়ীভাবে নিযুক্ত কোন অসামরিক কর্মচারী দেশের অসামরিক ফৌজদারী আইন অনুযায়ী অসামরিক আদালতে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধ করিলে, তাহার বিরুদ্ধে প্রচলিত ও প্রযোজ্য অসামরিক আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোরে বা অধিদপ্তরে প্রেষণে নিযুক্ত সশস্ত্র বাহিনীর কোন কর্মচারী দেশে অসামরিক ফৌজদারী আইন অনুযায়ী অসামরিক আদালতে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ করিলে তাহাকে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র বাহিনীতে প্রত্যার্পণ করা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র বাহিনী, প্রচলিত ও প্রযোজ্য আইন বা বিধি-বিধান অনুযায়ী, তাহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২০। **ক্রান্তিকালীন বিধান।**—এই আইন কার্যকর হইবার পর—

(ক) বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের বিদ্যমান জনবল ও সাংগঠনিক কাঠামো, সরকার কর্তৃক নতুনভাবে পরিবর্তিত, সংশোধিত বা পুনর্গঠিত আকারে অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত, অপরিবর্তিত থাকিবে;

(খ) কোরের বিদ্যমান বিধি-বিধান, নির্দেশাবলি, ইত্যাদি এই আইনের অধীন পরিবর্তিত, সংশোধিত বা নতুনভাবে প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, কার্যকর থাকিবে।

২১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর গঠন সম্পর্কিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৩ মার্চ ১৯৭৯ তারিখের ৪৮/৭/ডি-১/৭৯/২১২ নং আদেশ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত রহিত আদেশের অধীন গঠিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্যাবলী এমনভাবে বহাল ও কার্যকর থাকিবে যেন উক্ত আদেশ রহিত হয় নাই।

(৩) এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোরের নামে সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর কর্তৃক ক্রয়কৃত বা অধিগ্রহণকৃত সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা অধিদপ্তরের উপর বর্তাইবে।

২২। **আইনের ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—(১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে যাহা এই আইনের ইংরেজি পাঠ নামে অভিহিত হইবে।

(২) আইনের বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

আ. ই. ম গোলাম কিবরিয়া
অতিরিক্ত সচিব (আইপিএ)।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd